বাংলাদেশ সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি

মোঃ হাসিবুর রহমান *

ভূমিকা

'দারিদ্র্য বিমোচন' চিন্তাটির উদ্ভব হয় প্রাক্তন রাশিয়া (বর্তমান সি, আই, এস) এর 'দারিদ্র্য ভাগাভাগি' Poverty sharing তত্ত্ব থেকে। ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের পরে লেনিন নিউ ইকোনোমিক পলিসি বা নয়া অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণের (১৯২১ সালে) আগের সময়টিতে "Work according to ability and take according to necessity" বা "সামর্থ অনুসারে কাজ কর এবং দরকারমত নাও" নীতির ভিত্তিতে দেশ চালান। তিনি খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, যাতায়াত ভাড়া, বাসস্থানের ভাড়া, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানির বিল, স্বাভাবিক আমোদ প্রমোদের (বর্তমানের রেডিও টিভির মত) খরচের মত মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর পর যা উদ্বৃত্ত থাকতো তা ব্যক্তিবিশেষের সঞ্চয় বা ব্যাংক-ব্যালান্স গঠনের মত স্বাধীনতা না দিয়ে জোরপূর্বক সরকারী খাতে পুঁজি গঠনের জন্য অস্ত্র, ভারী যন্ত্রপাতি, ন্যূনতম খাদ্য ইত্যাদি এবং কারখানার উন্নতি ও উৎপাদনের জন্য সংগ্রহ করতে থাকেন। ব্যক্তি উদ্যোগের অভাবে উৎপাদন হ্রাস পেলে ১৯২১ সালে তিনি 'New Economic Policy' নেন।

১৯২৪ সালে লেনিনের মৃত্যুর পরও ১৯২৬ সাল পর্যন্ত 'ব্যক্তিমালিকানা' চলতে থাকে। কিন্তু স্তালিন ক্ষমতায় এলে সবই আবার সরকারী মালিকানায় নিয়ে আসেন। এই কারণে আবার ধীরে ধীরে উৎপাদন কমতে থাকে এবং আয়ের বৈষম্য বাড়তে থাকে। গর্বাচেভ ক্ষমতায় এসে আবার উৎপাদনের ব্যক্তিমালিকানা কায়েম করেন এবং আমলাদের ক্ষমতা হ্রাস করায় হাত দেওয়াতে ক্ষমতাচ্যুত হন। বর্তমানে কৃষিতে Collective বা যৌথ মালিকানা এবং অন্যত্র ব্যক্তিমালিকানা স্থাপিত হলেও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে আয়ের বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়ে অনেকের জন্য নতুনভাবে দারিদ্র্যের সৃষ্টি হয়েছে। খাদ্যের অভাব দেখা দিয়েছে। ফলে রাশিয়া বর্তমানে আই এম এফ এর সদস্য পদ লাভ করে ধনতান্ত্রিক দেশের সাহায্য গ্রহণের জন্য হাত

---

* পরিচালক, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

বাড়িয়েছে এবং 'New Classical Price Paradigm' বা নয়া ক্লাসিক্যাল মূল্য প্রভাব ছাড়াও ব্যাংকিং, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, আন্তর্জাতিক মূল্য বিবেচনা করে দেশীয় উৎপাদন পরিকল্পনা ইত্যাদির সংশোধনমূলক ব্যবস্থায় হাত দিয়েছে। আয়ের বৈষম্য দূর করে, জাতীয় আয়ের বৈষম্য কমিয়ে দারিদ্র্য দুরীকরণের মাধ্যমে ভোক্তা সম্প্রদায়ের জন্য সমান 'Effective Demand' বা কার্যকর চাহিদা তৈরী করে ভোগ্যপণ্যের বাজার উন্নয়নের জন্যও প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

উন্নয়নশীল দেশের বাজার ও উন্নয়নশীল দেশ

সমাজতান্ত্রিক ও তাদের অনুসারী পূর্ব ইউরোপীয়, ল্যাটীন আমেরিকান দেশ, ভারত,বাংলাদেশ, নেপালের সঙ্গে সঙ্গে ধনতান্ত্রিক দেশের সাহায্যদাতা সংস্থাসমূহও এই দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিতে সাহায্য প্রদানের জন্য চিন্তাভাবনা শুরু করেছে। কারণ বর্তমান বিশ্বে মানবতা এবং বাজার উন্নয়ন ধনতান্ত্রিক দেশের দুটি মুখ্য শ্লোগান। বাংলাদেশ ও ভারতসহ পূর্ব ইউরোপীয়দেশসমূহ ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। বাংলাদেশ আয়তনে ছোট হলেও জনসংখ্যার দিক দিয়ে এটি একটি প্রথম সারির দেশ। এখানকার সকল গরীব মানুষকে যদি ধনী বানানো যায়; তাহলে এটি হবে পশ্চিমা দেশগুলোর জন্য ভোগ্যপণ্য, হালকা শিল্প সামগ্রী, ভারী যন্ত্রপাতি ও অস্ত্র বিক্রয়ের জন্য একটি উত্তম বাজার। এতগুলো লোকের আয় বাড়ার সাথে সাথে বাড়বে তাদের কার্যকর চাহিদা এবং সেই সঙ্গে বাড়বে ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন ও আমদানী। এই উৎপাদন ও আমদানীতে কমবে বেকার সমস্যা এবং এই ভাবে ধীরে ধীরে আসবে অর্থনীতির 'Multiplier Acceleration Effect' এবং বাড়বে 'Growth rate' বা প্রবৃদ্ধির হার এবং ধীরে ধীরে 'Reduction in the dependence on foreign aid' অর্জিত হবে, বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা কমবে, এইভাবে আন্তর্জাতিক বাজারেও ' Hicks Allen curve' এর শর্ত পূরণ হবে।

বিগত চতুর্থ পরিকল্পনায় দারিদ্র্য বিমোচন

Hicks Allen curve তত্ত্ব বাস্তবায়ন ঘটবে এবং বাণিজ্যিক ভারসাম্যও ফিরে আসবে এবং Minimum cost (comparative cost বা সবচেয়ে কম খরচ) দ্বারা দেশীয় উৎপাদন হবে এবং বিশ্ব উৎপাদনও বেড়ে সারাবিশ্বের অভাব কমাবে। আমাদের চতুর্থ পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্দেশ্য (১) দারিদ্র্য দুরীকরণ (২) উন্নয়নের হার বৃদ্ধি (প্রবৃদ্ধি) (৩) বৈদেশিক সাহায্যের উপর 'নির্ভরশীলতা কমানো'র লক্ষ্যমাত্রার বাস্তবায়ন ঘটবে। সেই সঙ্গে পঞ্চম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার উন্নয়নের প্রবৃদ্ধি ৫.৭% অর্জিত হবে।

বিশ্বব্যাংক ও দারিদ্র্য বিমোচন

বিশ্ব ব্যাংকের ম্যাকনামারা কিছুদিন পূর্বে 'Trickle Down Effect' এর বাস্তব Experiment (পরীক্ষা নিরীক্ষা) করেছিলেন। বাংলাদেশ, মোজাম্বিক, আপার

ভোল্টা সহ (প্রাক্তন ফরাসী উপনিবেশ, যা আফ্রিকাতে অবস্থিত) বিভিন্ন এলডিসিতে; অর্থাৎ এশিয়া ও আফ্রিকার ঘনবসতিপূর্ণ বিভিন্ন সাহায্য গ্রহণকারী উন্নয়নশীল দেশে। তার Experiment ব্যর্থ হয়েছে। বংশের একজন লোককে ধনী বানিয়ে তারই মাধ্যমে মোম্বাইয়া ও ইস্পাহানী বা আগাখানী গ্রুপের মত সবাইকে ধনী বানানোর প্রচেষ্টা ছিল এটি। দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর জনগণ খুবই হিংসুক। নিজেরটি হলেই হয়, বন্ধু বা আত্মীয়ের মঙ্গল চিন্তা তারা করে খুবই কম। এটাই যদি অবস্থা হয় তবে Trickle Down Experiment সম্পূর্ণ ব্যর্থ। তাই বর্তমানে VGD (Vulnerable group Development Programme) কর্মসূচির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের চিন্তাভাবনা চলছে।

দারিদ্র্যের প্রকার ভেদ

গরীব দুই ধরনের। এক ধরনের হচ্ছে 'Relative Poverty' বা তুলনামূলক দারিদ্র্যের শিকার এবং অন্য ধরনের হচ্ছে 'Absolute Poverty'র শিকার। অর্থাৎ এক ধরনের গরীব সত্যিকার গরীব এবং অন্য ধরনের গরীব মনের গরীব। অর্থনীতির কাম্যতার তত্ত্ব অনুযায়ী যে যতবেশী টাকার মালিক, তার নিকট টাকার কাম্যতা তত কম। যার এক কোটি টাকা আছে তার নিকট হতে ১০০ টাকা দেশের ও দশের জন্য ত্যাগ স্বীকার হিসেবে আদায় করলে তার যতটা মনের অসন্তুষ্টি আসবে (হাতে হাতে কিছু না পাবার জন্য), যে ভদ্রলোক ১ হাজার টাকার মালিক তার নিকট হতে মাত্র ১০ টাকা আদায় করলেই তার অসন্তুষ্টি আরো বেশী হবে। টাকা দিয়ে কাউকে চিরদিনের জন্য খুশী করা যায় না। ফুরালে সে আবারও চায়। কিন্তু সরাসরি কিছু না দিয়ে কারো নিকট থেকে টাকা আদায় করলে সে খুবই অসন্তুষ্ট হয় এবং এর প্রমাণ হচ্ছে অর্থনীতির ট্যাক্সের 'Diffusion' তত্ত্বে। এটা তার শরীরের রক্ত বের করার মত ব্যাপার। টাকার কাম্যতা যত পায়, ততই চায়। খাদ্য বস্ত্র এবং ব্যবসায়ীর পুঁজির অভাবসহ যাবতীয় অভাব মেটার পরও শুধু টাকার স্তুপ বড় বানাবার জন্যও মানুষের টাকার চাহিদা আছে তা কোন রকম দরকারে না লাগলেও। এই ধরনের লোক মনের গরীব।

আমরা কোন ধরনের দারিদ্র বিমোচনে আগ্রহী

দারিদ্র্য বিমোচন বলতে এই ধরনের 'Relative Poverty' দূর করাকে বুঝানো হয় না, Absolute Povertyকে বুঝানো হয়েছে। দারিদ্র্য সীমার নীচে যে ৫০% বা ৬০% লোক বাস করে, যাদের দৈনন্দিন কিলো ক্যালরী ২১১২ প্রয়োজন হলেও সর্বনিম্ন ১৮০০ও পাচ্ছে না; শুধু পান্তাভাত লবণ দিয়ে বাচ্চাকে খাইয়ে অন্যের নিকট থেকে টাকা ধার করে ধান কিনে তা ছাটাই করে চাল বানিয়ে, নারকেল তেল বানিয়ে, চিড়া, মুড়ি তৈরি করে, চাগল পুষে সংসার চালায়, তাদের বুঝানো হয়েছে। তাদের অভাব কম, তারা অল্পে খুশী। এদের Efficiency বা কর্মক্ষমতা আছে

কিন্তু সচেতনতা নাই। দেশের সঞ্চিত ব্যাংকের টাকা গুলোর মালিক যে এই দেশেরই সাধারণ জনগণ, এটা তারা বুঝেনা।

Supervised Credit ও দারিদ্র্য বিমোচন

কিন্তু দারিদ্র্য সীমার নীচের এই লোকগুলোকে ২০০ টাকা হতে ৫০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ দিলে তারা স্বল্প মেয়াদেই মাথাপিছু আয় বাড়াতে পারবে। এই বৃদ্ধি হবে দেশের জিডিপির প্রবৃদ্ধির চাইতে অনেকগুণে বেশী। বর্তমানে মহাজনের নিকট থেকে বেশী সুদে ধার করা টাকায় এটা সম্ভব হচ্ছে না। ঋণের সদব্যবহারে গ্রামীণ ব্যাংকের মত Supervision বা তদারকি না পাওয়ায় ঋণ পরিশোধ হচ্ছেনা এবং ঋণের বোঝা বেড়ে যাবার জন্য একদিন ভিটামাটি হতে উচ্ছেদ হয়ে বিপথে নেমে পয়সা কামাতে হচ্ছে শহরে যেয়ে। দারিদ্র বিমোচনের নিমিত্তে শিক্ষার জন্য খাদ্য, রুরাল মেইনটেন্যান্স প্রোগ্রাম, পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি আন্তর্জাতিক আইনের বাস্তবায়ন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও প্রশাসকদের ভূমিকা ইত্যাদিও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিষয়গুলির কাঠামো এবং বাস্তবায়ন সম্পর্কে নীচে বর্ণনা করা হলো ঃ

আর এম পি (Rural Maintenance Programme)

এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে ৬৪টি জেলায় প্রায় প্রতিটি ইউনিয়নের দরিদ্র মহিলারা কাজ করছে। ডিআরআরও (District Relief and Rehabilitation Officer) প্রথম শ্রেণীর পদ এবং জেলা প্রশাসকের অফিসে তিনি বসেন। সিএআরই নিজে সরাসরি কোন কাজ করেনা। ১০০% টাকাই ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে দেওয়া হয়। ইউপি চেয়ারম্যানের নামে ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে ১০০% টাকারই চেক আসে। মহিলারা সোনালী ব্যাংক বা অন্য ব্যাংক হতে তাদের দিনপ্রতি পঁচিশ টাকা মজুরী এই টাকা থেকে গ্রহণ করেন। শুষ্ক মওসুমে (অভাবের সময়) গরুর গাড়ী, রিক্সা, মহিষের গাড়ী, ট্রাক, জীপ, টেক্সী চলার সময় রাস্তায় খাদ সৃষ্টি এবং বৃষ্টিতে বর্ষায় মাটি ভেঙ্গে পড়লে তারা তা মেরামত করে ও চেয়ারম্যানের নিকট থেকে টাকা গ্রহণ করে। ইউনিয়ন পরিষদের ট্যাক্স থেকে ১০% টাকা এই প্রোগ্রামে দেয়া হয়। বাকী ৯০% ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের কাছে জমা দেওয়া হয়। এই অর্থের যোগান সাধারণত US AID দিয়ে থাকে। মহিলারা কাছের ব্যাংকে মাসিক পঁচিশ টাকা করে বাধ্যতামূলকভাবে জমা রাখবে আর এম পি প্রোগ্রাম হতে পাওয়া টাকা হতে। বৎসর শেষে টি এন ও-র অনুমতিক্রমে তারা টাকা তুলে এবং হাঁসমুরগী বা গুরু ছাগল কিনে তা পুষে আয় করতে পারে। ডিআরআরও জেলা প্রশাসকের ষ্টাফ অফিসার হিসাবে কাজ করেন।

ভিজিডি (Vulnerable Group Development)

প্রতি ২ বছর পর পর ইউপি চেয়ারম্যান দুঃস্থ মহিলাদের বাছাই করে থানা ভিজিডি (Vulnerable Group Development) কমিটিতে নাম পাঠায়। থানার ঐ

কমিটি যাচাই করে দেখে সত্যি গরীব নামে পরিচিতা মহিলাদের নাম ঐ তালিকায় এসেছে কিনা। থানা কমিটি গম বিতরণের অনুমোদনের জন্য তালিকাটি জেলা ভিজিডি কমিটিতে পাঠায়। ডব্লিউএফপি এর গম এল এস ডি বা স্থানীয় খাদ্য গুদাম থেকে চেয়ারম্যানের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়।

কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি

থানা পরিষদ সভা করে কোন ইউনিয়নে কত গম দিবেন তা ঠিক করেন। জেলা থেকে থানা নির্বাহী অফিসের নামে উপ-বরাদ্ধ দেয়া হয়। ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর থেকে যাচাই ও বাছাই করার পর টি এন ও র নামে গমের বরাদ্ধ আদেশ জারী করা হয়। টি এন ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প চেয়ারম্যানের নামে (খাল বা রাস্তা নির্মাণ) ডি ও (Delivary Order) জারী করেন। প্রকল্প চেয়ারম্যান যে কোন ইউপি সদস্য বা সরকারী সার্কুলার মোতাবেক বাইরের লোকও হতে পারে। প্রতি হাজার মাটিতে ৪৫/৫৫ সের গম প্রদান করা হয়।১০×১০×১০ ফুট সমান ১০০০ ঘনফুট মাটিই ১০০০ মাটির পরিমাপ।

টি আর প্রকল্প

খরা, বন্যা, ঝড় ইত্যাদির সময় এই প্রকল্প ত্রাণরূপে প্রদান করা হয়। এটা সাময়িক দান। প্রকৃতিসৃষ্ট বা মানব সৃষ্ট বিশেষ দুর্যোগ অবস্থার সময় এই প্রকল্পের রিলিফ নির্ধাতি সরকারী কর্মকর্তা বা কমিটির হাত দিয়ে পৌছানো হয়।

বিশেষ টি আর প্রকল্প

এটা সরাসরি মন্ত্রণালয় থেকে দেয়া হয়। জেলা প্রশাসকও সরাসরি মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব পাঠান। এটা থেকে প্রবল ঝড়, বন্যা ইত্যাদির সময় সরাসরি মন্ত্রী বা এম পি সাহেবরা সাহায্য দেন। এর জন্য কোন কমিটি করা হয় না। থানা পরিষদ, ইউনিয়ন প্রকল্প কমিটি থেকে মাষ্টার রোল সংগ্রহ করে পি আই ও (Project Implementation Officer) এর নিকট জমা রাখে। এটা বিশেষ ধরনের প্রয়োজন ও দুরবস্থার সময় দেয়া হয়, যা খুবই সাময়িক।

অর্পিত সম্পত্তি ঃ

মালিক বিহীন হিন্দুর সম্পত্তি স্বাধীনতা যুদ্ধের পরে অর্পিত সম্পত্তি এবং পাকিস্তানীদের সম্পত্তি পরিত্যক্ত সম্পত্তি নামে পরিচিত। অর্পিত সম্পত্তির মালিক হিন্দুরাই কিন্তু সরকার তা তত্ত্বাবধানের মালিক। এটা বর্তমানে আর লীজ দেওয়া হয় না। যেটি যেভাবে আছে সেভাবেই থাকবে। বিষয়টি খুবই কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশেই স্থায়ী বাড়ীঘর আছে এবং প্রার্থীও বসবাস রত, তার সম্পত্তি ভুলক্রমে অন্যের দখলে গেলে বা নামে রেকর্ড হলে বা লীজ হিসেবে গেলে তা সত্যিকার মালিককে

ফেরৎ দেয়ার ব্যবস্থা আছে। এভাবেও দারিদ্র্য বিমোচনের ব্যবস্থা রয়েছে। শহরের সমস্ত অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেওয়ার এখতিয়ার বিভাগীয় কমিশনারগণের উপর ন্যস্ত আছে। জেলা প্রশাসক মহোদয়ের অফিসের অর্পিত সম্পত্তি শাখায় আবেদন করলে তা এডিসি (রাজস্ব) পরীক্ষান্তে জেলা প্রশাসক বরাবরে পেশ করেন। অবমুক্তির যোগ্য সম্পত্তি সত্যিকার মালিকের নিকট ফেরৎ দেয়া হয়।

শিক্ষার জন্য খাদ্য

District Coordinator বা জেলা সমন্বয়ক নামে নতুন একটি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে শিক্ষার জন্য খাদ্য কার্যক্রমে। একটি সন্তান বিশিষ্ট পরিবারে মাসে ১৫ কেজি এবং একাধিক সন্তান বিশিষ্ট পরিবারে মাসে ২০ কেজি করে গম দেয়া হয়। এটি বাংলাদেশের অনেক থানায় ১টি বা ২টি করে ইউনিয়নে চালু হয়েছে। নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে সরাসরি স্কুলে এটি দেয়া হয় এবং কার্ড ধারী ছাত্র ছাত্রীরা তা ভোগ করে। এক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষার জন্য শিক্ষা ঋণ চালু করা যেতে পারে। তা হলে চাকুরী জীবনে মাসের বেতন হতে সে টাকা পরিশোধ করা সম্ভবপর হবে এবং ছাত্র জীবনে মহাজনী ঋণের মত ক্ষতিকর ও অপমানকর সাহায্য তাকে গ্রহণ করতে হবে না।

দারিদ্র্য বিমোচনে সুপারিশ

একচেটিয়া বাজার বা একচেটিয়া ব্যবসা এবং শ্রমের একচেটিয়া বাজার, সরকারকে প্রশাসকদের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশে টাকাওয়ালাদের অত্যাচার হতে সাধারণ জনগণকে রেহাই দেওয়া সম্ভব এবং বেকার সমস্যারও সমাধান সম্ভব, যতটা সম্ভব প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি করে ও বেশী উদ্যোক্তাকে শিল্প ঋণ প্রদান করে। শিল্প ঋণ গ্রহণ করে তার আসল ও সুদ পরিশোধ না করা অর্থনীতির সংজ্ঞায় Rational Behaviour বা স্বাভাবিক আচরণ নয়। ঋণের টাকায় লাভজনক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে সরকারকে ঠিকমত টাকা এবং ঋণদানকারী ব্যাংক বা সংস্থাকে ঋণের টাকা ঠিকমত পরিশোধ করলেই বেশী পরিমাণে উন্নয়ন অবকাঠামো এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে এবং তাতে বেকার শিক্ষিত যুবকেরও হাতের কাজ শেখা টেকনিশিয়ানের চাকুরী হয়ে দেশের দারিদ্র্য কমাবে। বর্তমানে লোকসান দেওয়া মিল-কারাখানার মালিক হয়ে জনগণ লোকসানেরই মালিক হয়েছে এবং দারিদ্র্য তাতে দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। একচেটিয়া কারবার নিয়ন্ত্রণ করে সম্পদের সুষম বন্টন না করলে একই মালিকের অনেকগুলো কল-কারখানা গাড়ী, ইটখোলা, সিনেমা হল থাকবে, অথচ তারই অন্য আত্মীয় প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য ও লেখাপড়া করার মত অভাবের পয়সাও জুটাতে পারবেনা। রিক্সার মালিক যদি তিনটার বেশী না হওয়া যায়, তাহলে বাসের মালিকও তেমনি ১টার বেশী হতে দেওয়া ঠিক নয়। সবই সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন এবং সরকার ইচ্ছে করলেই সম্পদের

নিয়ন্ত্রণের দ্বারা দারিদ্র্য বিমোচন করতে সক্ষম, যদি সরকার জনগণের জন্য নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করে এবং সম্পদের সুষম বন্টন করে। ফলে উৎপাদন অনেক বাড়বে, বিদেশী ঋণও আসবে। শুধু যে হাতে বিতরণ হবে সেই হাতের সুষ্ঠু বাছাইয়ের অভাবেও দারিদ্র্যসীমার নীচের জনগণ না খেয়ে মরতে পারে। এজন্যই দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। বেকারত্ব দূর করে সবার হাতে টাকা ছড়ালেই অধিক সংখ্যক দেশী ও বিদেশী পণ্যের-বাজার হতে পারে। শিল্পায়নের প্রাথমিক পর্যায়ে শিল্পায়ন ও অবকাঠামো গঠনের সম্ভাবনা আছে এমন ভবিষ্যতময় শিল্পে ঋণ মওকুফ, সুদ মওকুফ ও ভর্তুকী সাময়িকভাবে দেওয়া যুক্তসঙ্গত হলেও তা সব সময়ের জন্য যুক্তি সঙ্গত নাও হতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জি ঃ

১। M. Marvyn. (1986). *Poverty in the Soviet Union.* U.K. : Cambridge University Press.

২। M. Raymond. (1971). *Poverty in Newyork-1783-1825.* U. K. : Oxford University Press.

৩। Atkinson. (1969). *Poverty in Britain and the Reform. U. K. :* Cambridge University Press.

৪। হাসিনা, শেখ, (১৯৯৫), *দারিদ্র দূরীকরণ*।

৫। সামাদ, মুহাম্মদ, (১৯৯৪), *বাংলাদেশে গ্রামীণ দারিদ্র্য মোচনে এন,জি,ওর ভূমিকা*। ঢাকা।